লেজার সাইনাস (পাইলোনিডাল সাইনাস) সার্জারি-SiLaC

পাইলোনিডাল সাইনাস পায়ুপথের পিছনে কিন্তু পায়ুপথ থেকে দূরে দেহের মাঝ বরাবর Sacral Vertebra এর উপর একটি জটিল রোগ। এই রোগ সহজে ভালো হতে চায় না। চিকিৎসাও জটিল। এই রোগ নিয়ে যেমন অনেকদিন ভুগতে হয় তেমনি চিকিৎসা নিয়েও অনেক ভুগতে হয়। এই রোগের অনেক ধরনের চিকিৎসা আছে। কিন্তু কোনটাই ১০০% কার্যকরী না। তবে বর্তমানে পাইলোনিডাল সাইনাসের লেজার চিকিৎসা এই রোগের চিকিৎসায় যুগান্তকারী উন্নতি সাধিত হয়েছে।

পাইলোনিডাল সাইনাস কি?

সহজ ভাষায় এটি মূলত একটি নালি যার একপ্রান্ত বন্ধ আর অপর প্রান্ত দিয়ে পুঁজ বা ময়লা বের হয়। এটার উদ্ভব হয় মূলত ফোঁড়া থেকে। তবে এটা জন্মগত ভাবে থাকে কিন্তু প্রকাশ পায় পরে। এই নালী দিয়ে পরবর্তীতে পুঁজ, পানি, ময়লা রক্ত ইত্যাদি বাইরে আসতে থাকে। এটা কখনো শুকিয়ে যায় আবার কখনো ময়লা যায়। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে সবসময় পুঁজ পড়ে। এই নালীটার ভিতরে একটা গর্ত থাকে যার ভিতরে অনেক চুল থাকে। তাই এটাকে বলা হয় চুলের বাসা।

কাদের হয়?

সাধারনত Young বয়সে বেশি হয়। যাদের শরীরে লোম বেশি থাকে তাদের বেশি হয়। তবে কিছু পেশার মানুষের এটা বেশি হয়। যেমন-

- নাপিত।
- ড্রাইভার।
- যারা অনেক ক্ষণ বসে কাজ করে।
- যাদের শরীরে লোম বেশি থাকে।

লেজার সাইনাস (পাইলোনিডাল সাইনাস) সার্জারি- (SiLaC)

আমি আগেই বলেছি এই রোগের অনেক ধরনের চিকিৎসা (সার্জারি) আছে। কিন্তু কোনটাই ১০০% কার্যকরী না। তবে অধিকাংশ সার্জারিতে নালিসহ অনেক বড় অংশ পুরোটা কাটা হতো। এতে বিশাল ক্ষত হতো, যা ভালো হতে অনেক সময় লাগত, দীর্ঘদিন ব্যথা-বেদনা থাকত।

তবে বর্তমানে বাংলাদেশে লেজারের চিকিৎসা দিন দিন অনেক জনপ্রিয় হচ্ছে। এই অপারেশনের নাম SiLaC (Sinus Laser Closure)। এতে নালিতে লেজার প্রোব ঢুকিয়ে নালিটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে কোনো কাটাছেঁড়া, সেলাই, রক্তপাত ইত্যাদি একেবারেই নেই। কেটে অপারেশনের ফলে যে তীব্র ব্যথা, রক্তপাত বা অন্য সমস্যা হতো লেজার সার্জারিতে সে রকম কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই দ্রুত আরোগ্য লাভ হয়।

তবে লেজার থেরাপি–এখনো পাইলোনিডাল সাইনাসের চিকিৎসা হিসেবে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বলতে গেলে কোথাও কোথাও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে।